সংবাদ

ঢাবিতে ইউনেস্কো চেয়ার : ১২৫টি দেশের সঙ্গে অ্যাকাডেমিক সংযোগ

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে 'ওহপষঁংরড়হ রহ ঐরমযবৎ উফঁপধঃরড়হ ঝুংঃবস্থ শীর্ষক একটি ইউনেস্কো চেয়ার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এর চেয়ারপারসন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউটের অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ এবং একই ইনস্টিটিউটের অধ্যাপক ড. মো. আহসান হাবিব কো-চেয়ারপারসন হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন। তাদের নেতৃত্বে চেয়ারটি উচ্চশিক্ষায় অন্তর্ভুক্তিমূলক নীতি, সমতা ও টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যে গবেষণা, শিক্ষা, প্রশিক্ষণ, কমিউনিটি সম্পৃক্ততা এবং নীতিনির্ধারণী সংলাপ পরিচালনা করবে।

ইতোমধ্যেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং ইউনেস্কোর মধ্যে একটি সমঝোতা স্মারক সই হয়েছে। এই সমঝোতা স্মারকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষে স্বাক্ষর করেছেন উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান এবং ইউনেস্কোর পক্ষে স্বাক্ষর করেন সংস্থার মহা-পরিচালক ওদ্রে আজুলে (অঁফৎবু অুড়ঁষধু)।

এটি জাতিসংঘের শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি বিষয়ক সংস্থা (টঘঊঝঈঙ) -এর টঘওঞডওঘ/টঘঊঝঈঙ ঈযধরৎং চৎড়মৎধসসব-এর অংশ। বিশ্বজুড়ে ১২৫টি দেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানে এক হাজারেরও বেশি ইউনেস্কো চেয়ার রয়েছে। এর মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয় ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা বিনিময় হয়, যা সমাজের উন্নয়নে অবদান রাখতে উৎসাহিত করে।

চেয়ারটি কেবল একটি অ্যাকাডেমিক উদ্যোগ নয় বরং এটি বাংলাদেশের উচ্চশিক্ষা ব্যবস্থাকে বৈশ্বিক অ্যাকাডেমিক নেটওয়ার্ক ও আন্তর্জাতিক অংশীদারিত্বের নতুন দিগন্তে সংযুক্ত করবে। এই চেয়ারের মাধ্যমে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, গবেষক ও শিক্ষার্থীরা বিশ্বের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সরাসরি যুক্ত হয়ে যৌথ শিক্ষা ও গবেষণা কার্যক্রমে অংশ নিতে পারবেন।

চুক্তি অনুযায়ী, ইউনেস্কো চেয়ারের কার্যক্রম বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় অবকাঠামো ও সহায়তা দেবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। চেয়ারের কার্যক্রমে ব্যবহৃত ইউনেস্কো চেয়ার লোগো কেবল নির্ধারিত নিয়ম মেনে ব্যবহার করা যাবে এবং কোনো অবস্থাতেই তা বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না।

চেয়ারের মূল লক্ষ্যগুলো হলো– ১. অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষা ও সমতা বিষয়ে প্রশিক্ষণ কোর্সের মাধ্যমে শিক্ষকদের দক্ষতা বৃদ্ধি করা। ২. উচ্চশিক্ষায় অন্তর্ভুক্তি নিয়ে গবেষণা ও প্রকাশনায় উৎসাহিত করা। ৩. শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণের সুযোগ তৈরি করে আলোচনা সভা, সেমিনার ও ওয়েবিনারের মাধ্যমে জ্ঞান বিনিময় বিস্তৃত করা।

চেয়ারটির প্রথম মেয়াদ চলবে আগামী ৩০ জুন ২০২৯ পর্যন্ত। মেয়াদ শেষের আগেই কার্যক্রমের মূল্যায়ন ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা ইউনেস্কোকে জমা দিয়ে নবায়নের আবেদন করতে হবে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ আশা করছে, এই ইউনেস্কো চেয়ার দেশের উচ্চশিক্ষা ব্যবস্থায় অন্তর্ভুক্তি, ন্যায্যতা ও আন্তর্জাতিক সহযোগিতার ক্ষেত্রে একটি নতুন দৃষ্টান্ত স্থাপন করবে।

আলোকিত বাংলাদেশ

বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়

বন্যপ্রাণী সংরক্ষণে জাতীয় পুরস্কার পেল ঢাবি প্রাণিবিদ্যা বিভাগ

আলোকিত ডেস্ক : বন্যপ্রাণী ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ এবং এ বিষয়ক শিক্ষা ও গবেষণায় বিশেষ অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ প্রতিষ্ঠান ক্যাটাগরিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রাণিবিদ্যা বিভাগ এ বছর জাতীয় পুরস্কার লাভ করেছে। গত বুধবার বাংলাদেশ-চীন মৈত্রী আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান এ পুরস্কার হস্তান্তর করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রাণিবিদ্যা বিভাগের পক্ষে বিভাগীয় চেয়ারপার্সন অধ্যাপক ড. শেফালী বেগম এই পুরস্কার গ্রহণ করেন। এসময় অন্যান্যের মধ্যে মন্ত্রণালয়ের সচিব ড. ফারহিনা আহমেদ, পরিবেশ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক ড. মো. কামরুজ্জামান এনডিসি এবং বন অধিদপ্তরের প্রধান বন সংরক্ষক মো. আমীর হোসাইন চৌধুরী উপস্থিত ছিলেন। বিশ্ব পরিবেশ দিবস ও পরিবেশ মেলা এবং জাতীয় বৃক্ষরোপণ অভিযান ও বৃক্ষমেলা-২০২৫ উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে ৪টি ক্যাটাগরিতে এই পুরস্কার প্রদান করা হয়। 'বন্যপ্রাণী সংরক্ষণে জাতীয় পুরস্কার-২০২৫' লাভ করায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রাণিবিদ্যা বিভাগকে ২২ ক্যারেটের ২ ভরি ওজনের স্বর্ণপদক, ১ লাখ টাকার চেক ও সনদপত্র দেওয়া হয়। সূত্র : সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

কালের কণ্ঠ

যৌন নিপীড়ন, বুলিং ও র‍্যাগিং প্রতিরোধে নানা পদক্ষেপ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিনিধি ▷

গণ-অভ্যুত্থান-পরবর্তী বৈষম্যবিরোধী চেতনার আলোকে অংশীজনদের পরামর্শক্রমে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন যৌন নিপীড়ন ও যৌন হয়রানি প্রতিরোধে একাধিক পদক্ষেপ নিয়েছে। বৃহস্পতিবার বিকেলে বিশ্ববিদ্যালয়ের জনসংযোগ দপ্তরের পাঠানো এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এসব পদক্ষেপের কথা জানানো হয়েছে।

এতে বলা হয়, যৌন নিপীড়ন সংক্রান্ত তদন্ত কমিটি পুনর্গঠন করা হয়েছে। পুনর্গঠিত যৌন নিপীড়নবিরোধী কেন্দ্রীয় কমিটির আহ্বায়ক হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন ইঞ্জিনিয়ারিং ও টেকনোলজি অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. উপমা কবির। কমিটির অন্য সদস্যরা হলেন বাংলাদেশ জাতীয় মহিলা আইনজীবী সমিতির সভাপতি অ্যাডভোকেট সালমা আলী, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ড. মির্জা তাসলিমা সুলতানা, ঢাবির পদার্থবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ড. মো. কামরুল হাসান, আইন বিভাগের অধ্যাপক ডালিয়া পারভীন, উইমেন অ্যান্ড জেন্ডার স্টাডিজ বিভাগের অধ্যাপক ড. উম্মে বুশরা ফাতেমা সুলতানা।

এ ছাড়া যৌন নিপীড়ন, যৌন হয়রানি, বুলিং, র‍্যাগিং ইত্যাদি প্রতিরোধে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রচলিত নীতিমালা ও ব্যবস্থা পর্যালোচনার

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

জন্য প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. সায়মা হক বিদিশাকে সভাপতি করে একটি পরামর্শক কমিটি গঠন করা হয়েছে। কমিটির অন্য সদস্যরা হলেন গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের অধ্যাপক ড. গীতি আরা নাসরীন, ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজ বিভাগের অধ্যাপক ড. শুচিতা শরমিন, উইমেন অ্যান্ড জেন্ডার স্টাডিজ বিভাগের অধ্যাপক ড. আয়েশা বানু এবং আইন অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. মো. ইকরামুল হক।

এ ছাড়া যৌন হয়রানি ও নিপীড়ন বিরোধী কেন্দ্রীয় তদন্ত কমিটির পাশাপাশি পাঁচ সদস্যের একটি বুলিং ও র‍্যাগিং প্রতিরোধ কমিটি গঠনের সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের অধ্যাপক ড. শাহনাজ হুদাকে আহ্বায়ক করে একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিটি অনুষদ, হল, হোস্টেল এবং ইনস্টিটিউটে বুলিং ও র‍্যাগিং প্রতিরোধ কমিটি গঠন করা হবে, যেখানে অন্তত দুজন নারী সদস্য থাকতে হবে। এর পাশাপাশি বিভাগ পর্যায়ে এই ধরনের কমিটি থাকার ব্যাপারেও সুপারিশ করা হয়েছে।